দৈনিক খবর

তারিখ ...27 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 8

৪

৫৫

খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ

শিক্ষক সংকটসহ নানা সমস্যাঃ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ব্যাহত

খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা, ... (জিতেন বড়ুয়া)।– পাহাড় পর্বত বেষ্টিত চেঙ্গী নদী বিধৌত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরের উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর বিদ্যাপীঠ জেলার একমাত্র সরকারী কলেজটি শিক্ষক সংকটসহ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে।

সমস্যার ঘূর্ণিপাকে এই কলেজের ... অবস্থা নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই কলেজে আন্তহীন সমস্যা বিরাজ করছে। বলতে গেলে সমস্যা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়েগেছে।

প্রকাশ, ১৯৮০ সালের সরকারী করণের পর জেলাবাসী এই কলেজের আমুল উন্নয়ন আশা করলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। সরকারীকরণের পর থেকে যে সব পদ সৃষ্টি হয়েছে তাতে হাতে গোনা কয়েকটি পদ ছাড়া বেশীর ভাগ পদই শূন্য। উপ অধ্যক্ষের পদ প্রথম থেকেই শূন্য। এতে করে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে কোন প্রভাষককেই এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে নানা রকম প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। ৯ জন সহযোগী অধ্যাপকের পদ থাকলেও অদ্যাবধি তা শূন্য রয়েছে। ১৩ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে ২ জন উপস্থিত। বর্তমানে কলেজের ভাগ্য নির্ভর করছে প্রভাষকদের ওপর। প্রভাষকের ২২টি পদের মধ্যে ৩টি পদ খালি। বিজ্ঞান বিভাগের ৩ জন পরিদর্শকের পদ থাকলেও ১৯৮৬ সাল থেকেই এসব পদ শূন্য।

বিজ্ঞান বিভাগের ১ জনের বেশী শিক্ষক না থাকায় মানবিক কারণে কোন শিক্ষক ছুটিতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বিভাগের ক্লাস নেয়া হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক বিভাগে ৪ জন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে শুধুমাত্র মানবিক বিভাগে ২ জন করে শিক্ষক রয়েছে। অন্যান্য বিভাগে ১ জন করে। বাংলা বিভাগের ২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জন শিক্ষককেই উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী ক্লাস নিতে হয়। শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে স্নাতক শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী লাভে প্রতিবারেই বেগ পেতে হয়। শরীরচর্চার শিক্ষক, হিসাব রক্ষক, সহ-হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার, লাইব্রেরীয়ান, সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও কাটালগার নেই। একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী লাইব্রেরী বিভাগের গুরুদায়িত্ব পালন করছে। অপরিচ্ছন্নতার জন্যে টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

খেলার সরঞ্জাম ও মাঠের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার সুযোগ নেই, যদিও কলেজের সামনে নীচু জায়গাগুলো ভরাট করে মাঠের অভাব পূরণ করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থার জন্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি একটি বাস প্রদান করলেও তা প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও চালকের অভাবে পড়ে রয়েছে। এতে করে গাড়ীর যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কলেজের অন্যতম সামস্যা হচ্ছে আবাসিক সমস্যা। শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্যে কোন স্টাফ কোয়ার্টার না থাকায় শিক্ষকরা বদলী হয়ে এলেও পরবর্তীতে চেষ্টা-তদবীর করে ২/১ মাসের মধ্যে অন্যত্র বদলী হয়ে চলে যায়। কলেজে গ্রন্থাগার ভবন না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরীতে [illegible] সুযোগ থেকে [illegible] থাকায় [illegible] শিক্ষা [illegible] আছে। [illegible] চারীর না [illegible] রয়েছেন [illegible]